এ.আই.ইউ.বি.-এর দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ

বিশেষ প্রতিনিধি

ঢাকার মহাখালীর প্রধান সড়কে অবস্থিত এমা ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি) তাদের দ্বিতীয় বর্ষের কার্যক্রম সাফল্যের সঙ্গে শুরু করেছে। দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর কলকাকলীতে মুখর থাকে এমা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরম ক্যাম্পাস। আশা করা যায় এই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৯৯ সালে প্রথম ব্যাচ বেরিয়ে আসবে। অর্থাৎ নতুন শতাব্দির শুরুতে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী কমপিউটার সায়েন্স, কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গ্রাজুয়েশন করে দেশের কমপিউটারায়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টা বিভাগে প্রায় ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। বিভাগগুলোর নাম হল (১) কমপিউটার সায়েন্স, (২) কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, (৩) ইলেক্ট্রনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ও (৪) বিবিএ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ জন শিক্ষক রয়েছেন। যাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই হলেন পিএইচডি ডিগ্রীপ্রাপ্ত। এমা একাডেমিক কাউন্সিলে আছেন বুয়েটের ডঃ মোঃ কায়কোবাদ, ডঃ সত্যপ্রসাদ মজুমদার, ডঃ তোফাজ্জল হোসেন, ডঃ রমজান আলী সরদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আনোয়ার হোসেন এবং এমা ইউনিভার্সিটির ডঃ আসাদুজ্জামানসহ আরো কয়েকজন অভিজ্ঞ প্রফেসর। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার ল্যাবে পরস্পর ল্যানদ্বারা সংযোজিত ৩২টা পিসি ও নেটওয়ার্কি সার্ভার বসানো হয়েছে। ল্যাব ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রুমে বসানো পিসিগুলোও পরস্পর ল্যান নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। ল্যাবের কমপিউটার ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা লক্ষ্য করে আগামী অক্টোবরের মধ্যে পিসির সংখ্যা ৫০-এ বাড়ানো হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ল্যাবে লাইব্রেরী ব্যবহারের সঙ্গে ইন্টারনেট সুযোগও দেওয়া হচ্ছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটা AS/400 সিস্টেম বসানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। একটা সফ্টওয়্যার লাইব্রেরী চালু করার কাজ অনেকটা সম্পন্ন হয়েছে। এমার একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আনা AS/400 টির জন্য তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে কোন ট্যাক্স কনসেশন দেওয়া হচ্ছে না। এমা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অদূর ভবিষতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের জন্য সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ শুরু করবে। এই প্রজেক্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের নিযুক্ত করা হবে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা পার্টটাইম কাজ করার সুযোগ পাবে। ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংসহ অন্যান্য বিভাগের সুবিধার জন্য একটা অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রনিক ল্যাবও স্থাপন করা হয়েছে। আগামীতে মার্কেটিং ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগ চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই সঙ্গে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেক বিভাগ চালু করার উদ্যোগও তারা নিয়েছেন।

শুরুতে এমা ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি একটা বাংলাদেশ ফিলিপিন্স যৌথ উদ্যোগ হিসাবে কার্যক্রম শুরু করেছিল। কিন্তু ফিলিপিনস পক্ষ সহযোগিতা বন্ধ করায় বর্তমানে বাংলাদেশী কর্মকর্তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়টির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এমা ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি বাংলাদেশ শুরুতেই যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান লিগ অব কলেজেস এণ্ড ইউনির্ভাসিটিজের স্বীকৃতি লাভ করে। ফিলিপিনো পক্ষ তাদের সহযোগিতা বন্ধ করলেও যুক্তরাষ্ট্রের এই সংস্থা এমা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার মান এবং অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর উপস্থিতি লক্ষ্য করে তাদের অনুমোদন বজায় রেখেছেন। উপরন্তু এমা বিশ্ববিদ্যালয় কানাডার স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট, গ্রাজুয়েট ষ্টাডিস এবং নিউইয়র্কের ডাওলিং কলেজেরও স্বীকৃতি লাভ করেছে যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিভাগগুলো চালু করা সম্ভব হবে।

এমা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান ও পরিবেশ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমতুল্য করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ❋

কমপিউটার জগৎ এলবাম-৪

কমপিউটার জগৎ এলবাম-৪ (মে '৯৪–এপ্রিল '৯৫) এখন পাওয়া যাচ্ছে। আগ্রহীগণ অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

মাসিক কমপিউটার জগৎ

১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা।

ফোনঃ ৮৬৬৭৪৬, ৫০৫৪১২

ওয়ার্ড পারফেক্ট সুইট ৭

কোরেল সুইটের পণ্যগুলো আসলে পিসি সফটওয়্যারের উৎকর্ষতার উজ্জ্বল নিদর্শন। ওয়ার্ড পারফেক্ট ৭ এর কথাই ধরুন, এক সময়ের বাজার কাঁপানো পণ্যটিকে কিনে নিয়েছিলো নোভেল, মালিকানা বদলে এটি এখন কোরেলে। স্প্রেডশীট-এর ক্ষেত্রে কোরেল দিচ্ছে কোয়াট্রো প্রো ৭, এসেছে বোরল্যাণ্ড টেবল থেকে। প্রেজেনটেশন গ্রাফিকস্-এ কোরেলের অবদান প্রেজেনটেশনস্ ৭, দ্রু পারফেক্ট-এর উৎপত্তি। এই সুইটের ড্যাশবোর্ড আর সাইডকিক এসেছে বোরল্যাণ্ডের হাত ঘুরে আর এনভয় ইলেকট্রনিক পাবলিশিং সিস্টেম পাওয়া গেছে ওয়ার্ডপারফেক্ট/নোভেল এর কল্যাণে। তবে ফ্লো! এর আদি অকৃত্রিম মালিকানা শুধু কোরেলেরই। কোরেল সুইটে আরও আছে সুন্দর একটি লঞ্চপ্যাড আর অনেকগুলো কম্পোনেন্ট যেমন- কুইক ফাইণ্ডার, কুইক ভিউয়ার ইত্যাদি। আর হাজার দশেক আইটেমের ক্লিপআর্ট, শ'দেড়েক ফন্ট আর স্ক্রীণসেভার।

নতুন আর কি?-এই সুইটের সবগুলো অ্যাপ্লিকেশনই ৩২বিট, ফলে উইণ্ডোজ ৯৫ এর লম্বা ফাইল নেম আর উন্নততর মাল্টিটাস্কিং-এর সুবিধাগুলো ভোগ করা যাবে পুরোমাত্রায়। আলাদাভাবে বলতে গেলে অবশ্য প্রতিটি অংশেরই কিছু নতুনত্ব আছে। ওয়ার্ডপারফেক্ট ৭-এর কথাই বলি। নতুন 'কুইক স্পটস্' এর সাহায্যে প্যারাগ্রাফ বা গ্রাফিকসে আরও সহজভাবে কাজ করতে পারবেন, নতুন 'গাইডলাইনস্'-এর সাহায্যে সরাসরি পেজ এর মার্জিন বা কলাম বদলাতে পারবেন, নতুন 'স্পেল-এজ-ইউ-গো' স্পেলচেকার আপনাকে টাইপের সময়ই সম্ভাব্য ভুলগুলো শুধরে নিতে সাহায্য করবে আর নতুন 'কুইক ফন্টস্'-এ পাবেন আপনার সদ্য বাছাইকৃত এবং ব্যবহৃত ১০টি ফন্ট, খুশীমতো যে কোনটি আবার ব্যবহার করতে পারবেন। নতুন ওয়ার্ড পারফেক্ট সুইট ৭-এর সবচে' আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এর একগাদা বিল্ট ইন ইন্টারনেট সাপোর্ট। এগুলোর সাহায্যে আপনি আপনার ডকুমেন্ট HTML ফরম্যাটে পাবলিশ করতে পারবেন, 'এক্সপোর্ট'-এর সাহায্য নিয়ে ওয়েব পেজ তৈরি করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে ওয়েব পেজকে অর্ডিনারী ডকুমেন্টে রূপান্তরিত কতে পারবেন। পোষ্টাল সিস্টেম ব্যবহারকারীদের জন্য একটা বিল্ট ইন অ্যাড্রেস বুকও পাবেন এখানে।

কোয়াট্রো প্রো ৭ হলো কোরেল-এর নতুন থ্রি ডি স্প্রেডশীট। এর নতুন ইন্টারনেট সংযোগসুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আপনি যে কোন সেলকে বিভিন্ন ইন্টারনেট ফাইল, যেমন- ওয়েব, এফটিপি, HTTP অথবা গফার-এর সাথে যুক্ত করতে পারবেন আর যখন খুশী অটোমেটিক আপডেটগুলো জানতে পারবেন। আপনি চাইলেই এই ফাইলগুলোকে নতুন 'ইন্টারনেট পাবলিশিং সিস্টেম' এর সাহায্যে পাবলিশ করাতে পারবেন। নতুন আরও ১০০টা ফাংশন পাবেন এই কোয়াট্রো প্রো ৭-এ।

প্রেজেনটেশন-৭ এর মাধ্যমে আপনি স্লাইড থেকে ইন্টারনেট সাইটে যেতে পারবেন আর স্লাইডকে HTML ফরম্যাটেও পাল্টাতে পারবেন। এছাড়া আরও কিছু বাড়তি ট্রানজিশন আর অ্যানিমেশান ইফেক্ট আছে এটাতে। নতুন সুইটের 'কোরেল ফ্লো!' আপনার ব্যবসায়িক গ্রাফ আর ডায়াগ্রামের কাজকে সহজতর করবে আর 'এনভয়' এর মতো কার্যকরী ইলেকট্রনিক হাইপারটেক্সট ডকুমেন্ট পাবলিশিং সিস্টেম আপনার কর্মপরিধিকে দারুণভাবে বদলে দেবে।

সব কথার শেষ কথা হলো গুণগত মানের তুলনায় ওয়ার্ডপারফেক্ট সুইট-৭-এর মূল্যও নাগালের মধ্যে বলতে হবে, তবে এর পরিপূর্ণ ব্যবহার বুঝতে হলে যথেষ্ট সময়ও দিতে হবে আপনাকে। — শামীম আখতার তুষার

দেশের স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক–বিজ্ঞান–গবেষক–পেশাজীবীদের জ্ঞান–চাহিদা মেটাতে —

বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা

বিস্তারিত জানতে আগষ্ট '৯৬ সংখ্যা কমপিউটার জগৎ দেখুন (পৃষ্ঠা নং ৫৮)।

কমপিউটার জগৎ বিবিএস ব্যবহার করুন

ফোন ঃ ৮৬০৪৪৫, ৮৬৩৫২২